মেঘ বালিকা

ডঃ মদনচন্দ্র করণ

মেঘ বালিকা

ডঃ মদনচন্দ্র করণ

বর্ষবরণ সংখ্যা - ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
প্রকাশক - সবুজ স্বপ্ন

স্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং কবির অনুমতি ছাড়া এই ই-বুক এর কোনো অংশেরই কোনোরূপ প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনোরূপ যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে যেমন - যেকোনো ধরনের গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক্স বা অনান্য যেকোনো মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না এবং এই ই-বুক এর কোনো তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে না।

এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

বিনিময় মূল্য - ১০০ টাকা

উৎসর্গ

নমিতা দেবী গঙ্গোপাধ্যায় (শিক্ষিকা), সুমতি দেবী করণ, অধ্যাপিকা বনানী গঙ্গোপাধ্যায়, পত্রলেখা করণ এবং বিশ্বের সকল কবিতাপ্রেমী নর-নারীগনকে-

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কবি ডঃ মদনচন্দ্র করণ - জার্মান, ফরাসি, মার্কিন, ব্রিটিশ, সৌদি, বাংলাদেশী এবং ভারতীয় নানা খ্যাতনামা পুরস্কারে ভূষিত। এমনকি বিশ্ব শান্তি দিবস হতে রবীন্দ্র পুরস্কার এবং ত্রিপুরা BSS Academy পুরস্কার প্রাপ্ত। সুতরাং তার লেখা নিশ্চয় কোনো মূল্যবান সাহিত্যের দিক উন্মোচিত করছে। অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা তিনি রচনা করেছেন। পেশায় একজন সনামধন্য অধ্যাপক। এই কবি - "সবুজ স্বপ্ন" (আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা) অনলাইন পত্রিকার একজন নিয়মিত কলম সঙ্গী। ইনি এই পত্রিকার একজন অন্যতম সম্পদ। সম্পাদক হিসাবে আমি কবির দীর্ঘায়ু ও তার লেখনীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। কবিতার ভালোমন্দ বিচার ও বিশ্লেষণ শুধুমাত্র পাঠকেরই।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
মেঘ বালিকা	1
বিধির বিধান	2
মহাকাল বুকে	3
সুনীতি	4
অভাব	5
আযাব	6
লাও ঠ্যালা	7
বজ্জাতি	8
ধানক্ষেত ও মেঠো রাস্তা দিয়ে...	9
শ্রমের মূল্য	11
স্বপ্ন	12
শত্রু-মিত্র	13
বিপ্লব	14
জমি	15
আমি কবিতা লিখি	16
রাঙ্গা বিতান	17
পরকীয়া	18
রক্ত ভেজা ভুবন আজ	19
সময়ের হলাহল	20
চোখের জলে	21
লাজ ভঞ্জন	22
শিব-সন্দেশ	23
বরাভয়	24
কল্পনার স্বর্গসুখ	25

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
কল্পনার স্বর্গসুখ	25
মনের ক্যানভাসে শ্রাবণী	26
শ্রাবণী	27
ভালো বাসা ও পরকীয়া...	28-29
বঙ্গ ভূমির প্রতি, ১৯৮৭	30
রাজছত্র	31
দুঃসময়	32
প্রেমের সুদ ও আসল	33
দরদাম	34
গন্ধ	35
স্বাধীনতা	36
মাধবী কুঞ্জ...	37
সুখ চুমুক	38
বন্ধু	39
নিজের ঘরে নিভিয়ে বাতি	40
নয়নে তব	41
নয়ন তারা	42
চোখের জল মুক্তা আমার	43
মাতলা	44
অসুখ	45
নয়ন ভরা জল ...	46
বস্তা পচা	47
মিস্ করি	48
হৃদ-সাগরে	49
মনে হয় পৃথিবী এক অপ্সরী নারী	50

মেঘ বালিকা

হলাহল কন্যা দুগ্ধবতী স্তন্যা সে আকাশ যেন
অনন্ত যৌবনা উর্বশী রুপের পাথার বিন্দু বিন্দু
রুপোর মত রুপ-যৌবন বৃষ্টি রূপে ঢালে বর্ষায়।
এমন দিনে সোনা মণি সোনার মেয়ে মেঘ বালিকা
মনে পড়ে সাত সাগর আর তের নদী শ্রাবণ ধারায়।

ভেসে ভেসে হেসে হেসে মিলন খেলায় জীবন স্রোতে
তাল বেতালে বকের সখা হংস কেলি, বন হংসী সাথে।
কোঠর পেচক শিশির শীতে হিমে ভিজে পাগল প্রেমী
রইনু চেয়ে মৌনী হয়ে তুই যে নারী রূপ সাগরিকায়
হয়তো হতে তুফান প্লাবন প্রেম দরিয়ায় রুপালি জলে।

বৃষ্টিধারা ভরা যৌবন দুগ্ধবতী কন্যা আকাশ কুঙ্কুলি
জীবন নদে মরণ স্রোতে ভাদু তুসু ঝুমুর ভাটিয়ালি।
মেঘ বালিকা তুই যে নারী তোর রূপ মোহে মরি মরি
দুবাহু বন্ধনে আয়, আজ, তুফান প্রেমে হৃদয় খুলি।
অনাদিকাল নাভি কুম্ভ আছে বঁধুয়া বিলগ্ন উপোস করি।

বিধির বিধান

এজীবন চলে যায় অবলীলায়
দোজখের শেষ সীমানায়
মর্ত্য লীলা ছেড়ে অন্তিম যাত্রায়।
নদীর ঢেউ মত মৃত্যু কড়া নাড়ে
ঘরে ঘরে যুগ যুগ ধরে সময় স্রোতে
কেহ নহে অমর অবিনশ্বর হেথায়।
সময়ের পালায় মৃত্যু আসে একে একে
ধন মান গৌরব প্রেয়সী সুন্দর দেহ
সব যেন ফসিল কিম্বা প্রেত কায়ার।
দূর কল্প জগতের স্বপ্নময় সুখের রাতি
লাখ লাখ যুগের সে স্বপ্ন প্রেম সাধনা
নীহারিকা হৃদয় মন্থন করা অনুভুতি।
অবিচল মুখো মুখি বসে মধুময় স্মৃতি
উচল গাঁয়ের বট তরু মূলে দীর্ঘশ্বাস
আসা যাওয়ার খেলাঘরে তব হাতে
নাই নাই কোন সুধা ভাও মায়াময়
শালুক পতঙ্গ ঝিনুক ইঁদুর ব্যঙের মত
প্রেম প্রিয়া মুখ ক্ষণিক এ ক্ষণিকে সবে।
শুধু অসহায় নিরুত্তর নিথর পাষাণ
শত সহস্র পরীক্ষায় দগ্ধ আহত প্রাণ
শান্তি খুঁজে শ্যামের চরণ মরণ চুম্বনে।
সব চলে যায় কালগ্রাসে তুমি আমি সে
নীরবে এসেছি শুধু মুখরিত প্রাণ নিয়ে,
এভাবে সহস্র কাল তিথি শুভ অশুভ -
মহারুদ্রের প্রলয় লীলায় উৎসবের মর্তে
কালো যবনিকা আসে বিধির বিধান।

মহাকাল বুকে

অতীতের স্মৃতি সব হৃদয়ের থেকে
দিবারাত্র বাহির হতে চায় আলেয়ায়
চাষির ছেলে হয়ে বুঝিনা এ দর্শন
ধানের শিসের উপর রুপোলী শিশির।
শস্যের আল বেঁধে বুকে রাখি হতাশা
দুহাতে ফলাই সোনার ফসল তবু থাকি
মেঠো ইঁদুরের মতন চালার ভিতরে
মিগ্ধ চাঁদের হাসি ঘন কুয়াশা জোনাকি।
যেন উপহাস করে মহা কাল বুকে ক্ষত
যে ক্ষত চেপে ধরে বুকে শরীর অবসাদ
কবিতার হাল লাঙ্গল বলদ ছেড়ে দিলাম
নিষ্ঠুর সমাজ রাজভয় রক্ত চক্ষুর কাছে।
এই ত জীবন কদিনেই চলে যাব অস্তাচলে
জমি প্রেম শিশু আর দেহ ছেড়ে শেষ বার
একটু কাছে এসো মহুয়া প্রেম রাতের নেশায়
মৃত্যুর কল্পনেত্রে ভরাব চুমায় আর চুমায়।

সুনীতি

সূর্য গা ঢাকা দেয়া করুণ দিনে
বজ্র ঝটিকা বরিষণ দাপালে,
কাছে এসো নির্ভয়ে ভালোবাসব
নিশ্চয় আমায় ভালবাসলে ।

ভরা যৌবন চেখে নিও সকল
দাড়িম্ব কদলী মরকত সবেদা,
সুখের জীবনে দুঃখের নিদাহগে
রেখেছেন আমারে মহান খোদা।

মনের মত সুখ ভোগ কর হে
সদা সর্বদা নাচ গাও খাও পিও,
দগ্ধ জীবন খানিক আয়ু মানুষ
দেশের দশের কথা ভুলে যেও।

মিটিলে নেশা, ক্ষুধার সব জ্বালা
আঁধারে মশাল বাতি জ্বালব,
আনকোরা ময়লা ছেঁড়া কাঁথায়
নিশ্চয় ভালবাসলে ভালোবাসব।

অভাব

খুদ খেলে সই বুঝতে জ্বালা
কালাচ সাপের বিষ।
ঘর সংসার প্রেম ছেড়ে যায়
প্রাণ জ্বলে অহর্নিশ।

আযাব

কুকরে খালি গ্রামের কাটা কেষ্ট দাদার স্ত্রী সেদিন কোন শুভ ক্ষণে আমাকে নেমন্তন করলো ভেবে পাইনা! এমনিতেই কাটা কেষ্ট দার নামে সব ধ্বসে এই কুকরে খালি চাদুখালি-হেচকা তলা হাট এলাকার হিন্দু-মুসলিম। বে আক্কেল বেতমিজ কাটা কেষ্টর জাত ধর্ম ঠিক নেই। বারো বিবি আর ভিন রাথেল থাকতি কেষ্ট থাকে শুধু এখন দ্বারকা নাথ মন্দিরে। কি হল কেষ্টর ? সব বিবি রাখেল কেন কেষ্টর কথায় মন্দিরে পড়ে থাকে ? এই সব সুন্দরী কচি কচি মেয়েগুলির কি কেষ্টদার কোটি কোটি টাকা খেয়ে পরে আনন্দ ফুর্তি করতি ইচ্ছে করে না? হরে কেষ্ট গান করে কি পায় ? কেষ্ট দা কত বড় শিল্পপতি? কেষ্টদার ছোট বউটারে আমার বড় ভালো লাগে। আহা চারু আঁখিতে একবার মুলাকাত হলে আমিও বিদ্যাপতির মত মনে মনে শায়রী লিখি: - জনম অবধি হাম / ও রূপ নেহারলু / নয়ন না তিরপিত ভেল / লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলু / তবু হিয়া জুড়ন না গেল! কে এই নারী ? একে দেখেই কেন গুনাহ করতে মন কসুরের কথা ভাবে না ? হায় আল্লাহ ? হায় রব্বুল আলামিন ? ইয়া আলি আমি গুনাগার হব ইন্সা আল্লাহ। সৈয়দ ঘরের ছেলে হয়েও আজআমি মালাউন কেষ্টর কচি বউ কস্তুরীকে চুরি করব ইন্সা আল্লাহ। মাওলার ইচ্ছায় ইশার নমাজ শেষ করে দ্বারকানাথ মন্দিরে বৈষ্ণবী নারী সেজে ঘুস্কে গেলাম। দারুন গান গাইছেন কস্তুরী - নয়ন জলে পথটি ধুয়ে / রাখব আমি ফুল বিছিয়ে / ত্রিলোক সুন্দরী গোপিনী এখন আসবেন গো সে পথ দিয়ে ? আমার বুক আনন্দে নেচে উঠল। ধেই ধেই করে নাচতি লাগল লাও ঠ্যালা চুরি করতে এলাম কেষ্টর বউ কে। আসবে এখন বিশ্ব সুন্দরী ? ধ্যাত তর কেষ্টর বউ। নিকুচি করিছি। আমি অল্প লেখাপড়া জানি। দুচারটি বৈষ্ণব গান কবিতা শ্যাম বৈবাগী শেখালেও আমি আদতে মুখ-সুখু লোক এই আনন্দে নাচতে লাগ্লাম। কাচ কুড়তে এসে কাঞ্চন।

পেয়েছি - তীর্থের কাক। বসে থাকলাম। কখন সেই গোপিনী আসবে ? আর সুন্দরী বৈষ্ণবী দেরগান চলতে থাকল। আল্লার গজব নেমে এলো আযাব নেমে এলো। সকাল হয়ে গেল। লোকে রাতে চিনতি না পারলেও, সকালে চিনতি পারল হালার পো মালাউনরা জানতি পারার আগে বৈষ্ণবী দল যা কেলান দিল আমারে তা - জন্মজন্মান্তরেও ভুলব না।

লাও ঠ্যালা

লাও ঠ্যালা ভুশুণ্ডির মাঠ জুড়ে লেচে উঠেচ মেযে মন্দ। কোণে রাম রাজা আর কোণে অযোধ্যা। হালার পো খুনোখুনি করে মরতিচে দেখলুম হিঁদু বাগদি আর মছল্মান বাগদী। তিন থেইকে পাচ পুরুষ পিছনে যারা ছিল বাগদী হালার পো তারাই এহন খানদানি মুছলমান সেজকে বইয়েচ। মিল্লাদ মেহফিল দে তকরীর মেইরে গেয়ান দেচ্চে। আরে বাপু তিরিশ পুরুষ ধরগে বাপ দাদা পরদাদা তার দাদারা এক সাথে মিলগে মিশকে রইয়েচি আমরা- দেখলুম না কোন অশান্তি। হালার পো - কোণে কোন তেপান্তরে হিন্দুস্থানী খট্টারা তাগও রাম ভগবানির মন্দির বেঁধে দেচ্চে তা লে লাচন-কদন করগে আমা গো লাভ কী ? এদেশের বুকি তোরা বাপু সাড়ে চারকুরি মজ্জিদ বেনিয়ে লে না। কেরা মানা করতিচে। তা লয় হালার পো রা সব লেচতিচ লকির কথায়। এদেশের লোক সব অই হালার পুতুল পুজরী হিন্দু থেইকে এইচে, যুদ্ধ করবি লিজেরাই খতম হবি। ভুশুণ্ডির লোক সব সাবেক বাগদি রাজার প্রজা চিল। সব্বাই বাগদি, কেউ হিন্দু-কেউ মছলমান। আরে ভাইয়া সব্বাই তো ইন্সান। আল্লা বল আর ভগবান বল কেউ দেখিনি। সুগগের দেবতারাও কি পলেতিক্স করতি চায় না ফেরেস্তারা চায় - ভাবলি পরান হাহুতাস করে।

বজ্জাতি

মেয়ে মানুষের বুদ্ধি লিয়ে আর কদ্দিন চলব, ইন্সা আল্লাহ। সারে হায়াত, তাকত আর যৌবনটা ক্ষয় হৈয়ে গেল। একটা বিবি, একটা টি ভি, কয়েকটা কাচ্চা বাচ্চা লিয়ে, ঘরের মধ্যি থাকো বউযের সঙ্গে লাচ কর। ক্রিকেট টিম বানাও। লাও ঠ্যালা। মনীষির আর বুঝি কোনও সুখলি কবে এন্তাকল করব, কবে জান্নাৎ উল ফির দউস আল্লা নসিব করবেন সেই ভরসা করার লোক আমি লা ভাই। প্যাটের চিন্তার পাশে লিত্য লতুন চাটের চিন্তা আমার দীলের মধ্যি পেচার কোঠর এর মত বাসা বেধে রইয়েচ। শুধু যুগ্যি ঘুড়ী পেলি লাটাই পাক দেবো। পরকীয়া কানুন লটকে গেচ। ছিদেম সিংহ ছিল দোস্তো। পটকে ফেললাম। হা দৈ পেরেম মহব্বত করতি আর খেতি শুতি কি দেশির বাদশাহ শেখাবেন ? ওই তো ছিদেম এর বেধবা বুন এর সাথে কত কি কল্লাম। হালার পো রা কয় কি ? শুতি জাত নেই খেতি জাতি ? হালার পো কন কি ? জগত চলে রাধা কেষ্ট, আলমতি - সবুক্তগীন, লায়লা-মজনু লীলা খেলায় । আমরা তো আর আরব থেকি উড়গে আসিনি। সামনের ইলেক্সাল এলি ভোট পালটি মারলিই কুপকাত। লাচ আর কো দ বউ ভাত আমাগো হাতে। এই কয়ডা দিন বউ ইয়ের লাচ আর পীরিতির লাচ দেখে লেই। কথায় - কয় পীরিতির পেত্নি ভালো / যদি হেস্কে কথা বলে।

ধানক্ষেত ও মেঠো রাস্তা দিয়ে...

ধানক্ষেত ভরা জমি বরাবর মেঠো রাস্তা দিয়ে যেতে হয় জাকির ভাইয়ের বাড়ি। তামাম অমুসলিম পাড়ার একমাত্র মুসলিম ঘর এই মিদ্দে পরিবার। শুধু যাই আমি, মধু। আমি বসু বাড়ির ছেলে। বাপ মা নেই। কাকা-কাকিমার অবহেলার অবাঞ্ছিত, নিকট আত্মীয়। জাকির ভাই কে ভালোবাসি নিজের স্বার্থে। প্রথমত, জাকির ভাই খুব দয়ালু মানুষ। সকালে পরোটা ডিম কারী আর বিকেলে মুড়ি আলু চিংড়ির চপ আমাকে সাথে নিয়ে খায়। দ্বিতীয়ত ভাবী তথা জাকির দাদার বউ আর শ্যালিকা যথাক্রমে অপ্সরী আর উর্বশী। আমার দুনয়নে সব সময় যেন জাকির দার শালী একটা মস্ত বড় সানি টি ভি। কত ছবি কত কথা, কত ভাষা, কত কবিতা, কত স্বপ্ন, কত কল্পনা স্বর্গ মত্য পাতাল জুড়ে জীবনের কাঙ্খিত নারী রত্ন। কিন্তু আমি তো তখন এক ক্লান্ত প্রাণ। চারদিকে সমস্যার সমুদ্র সফেন। রাবেয়া তোমারে ভালোবেসে নাম দিলাম বনলতা - দারুচিনি দ্বীপ, কুলিশ ফুল, ময়ুর নাচ, জোনাকি সকলে সাক্ষী তুমি আমার শুধুই আমার - ভাবী জী ভীষণ গুণী। এক দম পুরদস্তুর সাংবাদিক যেন টিভির বিবিসি নিউজ। জাকির ভাই - তলব করলেন - গম্ভীর মুখ। তার পেশী বহুল হাত দুটি যেন আমাকে প্রহার করতে নিস পিস করছে। আমি নত মস্তকে জাকিরদা কে দূর থেকে সালাম জানিয়ে মাদুরে বসলাম। জাকির দা ইজি চেয়ারে। ভাবী অদুরে রাবেয়ার চোখে অবিরল পানি। মেঘ মন্দ্রস্বরে জাকির দা বললেন - তোমার মুসলমান হবার শখ হল কবে থেকে ? আমি থতমত খেয়ে গেলাম - আমার গলা থেকে স্বর বেরচ্চে না, লক্ষ্য করে রাবেয়া কেঁদে চিৎকার করে বললে - মিয়াঁ এখন মেয়ে মানুষ সেজে থাকলি চলবে না। রা কাঁড় - ঝেড়ে কাশও। আমি মুহূর্তে যেন শত হস্তীর বল পেলাম। আমি বীর পুরুষের মত জবাব দিলাম । রাবেইয়াকে আমি খুব ভালোবাসি বিয়ে করতে চাই। জাকির দাদার দুচোখ জলে ভরে গেল। ভাবিও ফুপিয়ে কাঁদছে। রাবেয়ার চোখে দ্বিগুন পানি । আমি বললাম - ভালো বাসি এই মাত্র। বাঘ নই। কেটে খাচ্ছি না। এতো কাঁদার কিছু নেই। আজ আসি। কাল কলকেতা যাব। ফিরতে পারব ৬ দিন পর। এসে ভালো মন্দ যা বলবেন মাথা পেতে নেব। আমার ফিরতে ১৪ দিন লাগল।

কিছুই জানি না। গ্রামের মেন রোডেই পুলিশ আমাকে থানায় ধরে নিয়ে গেল । জেরাতে বুঝলাম জাকির দার নামে সন্ত্রাসবাদী ইনফরমেশন আছে। সে এখন জেল বন্দী। তার সাথী মেয়ে দুটি বউ আর শালী নয়, তারাও সন্ত্রাস বাদী। তারা পলাতকা। কদাচ বিবাহ করিনি। তীর্থে তীর্থে জীবন, সাতাশ বছর পর - এক জন পুরুষ সাধু আর এক বৈষ্ণব মাতাজীর সাথে বৃন্দাবনে এক পিঠার দোকানে আলাপ। খুব খাতির করে আমাকে। অদ্ভুত চেহারার দুই জন যেন আমার খুব চেনা। বউটি যেন রাবেয়ার যমজ বোন। লোকটি যেন জাকিবের কার্বন কপি। ঘরে এসে বিশ্রাম নিলাম। নৈশ ভোজ করে সাধু কোথায় গেলেন জানিনা।সারা রাত তার আধ বুড়ি বউ আর আমি থাকলাম ঘরে। সকাল বেলা দেখছি সেই মহিলার চোখে জল, রাবেয়ার মত। সে বলল দিদি পুলিশের গুলিতে মরেছেন। জামাই বাবু বিদেশে বসে রাজনীতি সংগঠন করতে চীন গেলেন। কবে ফিরবেন জানিনা। আমরা চোর নই। সন্ত্রাস বাদী নই। তোমার কাকা আমাদের দলের লোক হয়েও আমরা মুসল্মান বলে আর তোমার সাথে সম্পর্ক হয়েছিল বলে ধরিয়ে দিয়েছিল পুলিশে। জামাইবাবু জানেন - তুমি আমার অপেক্ষায় সন্ন্যাস নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে বেড়াছও। আমি বাকরুদ্ধ। রাবেয়ার হাত দুটি ক্রমশ আমাকে অস্ক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরল। নিস্কাম সন্ন্যাস ধর্ম, মানবতা আর ভালোবাসার কাছে নতি স্বীকার করে মহামিলনের স্বর্গলোক রচনা করলো।

.

শ্রমের মূল্য

লোক ধর্মের সব নষ্টামি থেকে
রক্ষা কর হে ভগবান।
নিস্পাপ চিত্তে দাও গো বাঁচতে
উচ্চ শির হই পেয়ে সম্মান।
কে হিন্দু কে মুসলিম বুঝিনা -
স্বার্থ নিয়েই মানুষ ভাগ।
প্রেমে যুদ্ধ খেতে শুতে জাত নেই
গরীবের গায়ে জাতির দাগ ।
দেখিনি জান্নাত কাওসার পরীহুরী
দেখিনি নরক হাভিয়া দজখ।
ইন্দ্রপুরী-জান্নাত উল ফির দউসে
নেই কোন লোভ কিম্বা শখ।
খেয়েছি শাপলা-শালুক-খেসুর
বাস্তবের কঠিন লড়াই ভুমিতে।
সুখ দুঃখ সব হিসাব নিতে চাই
সততার শ্রমে এই বিশ্ব মহীতে।

স্বপ্ন

আমিও স্বপন দেখি
মানুষের মত দাঁড়াব
মেরুদণ্ড তে একদিন
লাখ তারার নিচে।

চোখ থেকে অন্ধ যদিও
বিশাল এই বসুধায় -
স্বপ্ন দেখি দাঁড়াব নিশ্চয়
মেরুদণ্ডী উঁচু মাথায়।

বাতাস অরণ্য নদী মাটি
সব কিছুতেই অংশীদার।
মেকি প্রশংসা কারু চাইনা
নিন্দুকরা থাক হুঁশিয়ার।

দুহাতে পাব স্বাদ স্বপ্ন সুন্দরী
কাওসার হ্রদ পরী হুরী নারী
ধান খেত, শালিক চরাই পাখি
নবান্ন ভাটিয়ালী প্রেম নহবত
সবাই স্বপ্ন দেখে আমিও দেখি।

বাঁচার স্বপ্ন ভাঙ্গা দুঃখ রাত
সব রোমান্স ভেঙ্গে একদিন
নেমে আসবে চিরনিদ্রার ডাক
ধ্বংস হবে এ দেহ মন-মন্দির
তবু সবাই স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখ।

শত্রু-মিত্র

অচেনা মিত্রের চেয়ে চেনা শত্রু ঢের ভালো। আবার চেনা জানা শত্রুর চেয়ে সেই সব শত্রু ভয়ঙ্কর যারা কেউ বন্ধু-ভাই-গুরু-গুরুমা-কাকা-মাসি-পিসি-সতীর্থ সেজে আছে। বর্তমানে চারদিকে মিত্র সেজে থাকা তথা বন্ধুর মুখোশধারী শত্রুর সঙ্খ্যা বেশি। কর্মক্ষেত্র-ধর্ম ক্ষেত্র-প্রেম ভালোবাসা-দাম্পত্য সর্বত্র এমন কি মান-সম্মান অর্জনের ক্ষেত্রে বন্ধুবেশে হিংসুক শত্রুর সংখ্যা বেড়েছে । কোন দেবতা-আল্লাহ-খোদা-ভগবান-গাছ-গাছালির সাহায্য নিলে বন্ধু-শত্রুরা ক্ষতি করার আগেই সাবধান হতে পারা যায় বলুন তো? কেউ কি বলতে পারবেন? আমার মাথার কসম আর আপনাদের উপাস্যের কীরা রইল। জানলে বলুন।

বিপ্লব

দিনরাত নিঃশব্দে চেয়েছি
তোমার আনা গোনা
ঘরে বাইরে চোখের জল
কোথাও তোমায় পেলাম না
পুলিশের বুটের শেব্দ শব্দে
অত্যাচারী সুবক্ষা পায়।
গ্রাম নগরে মা ভাই বোনের
নয়ন জল সাগর হয় -
দেশ জুড়ে কত লোক শুধু
তোমায় খুঁজছে গো অনেক
আমি নিজে খুঁজেপেলাম না
অগত্যা কলম নিয়ে বসলাম
তোমার নিমন্ত্রণকাব্য লিখতে
দেশের ঘোর দুঃসময় মাঝে
করজোড়ে তোমায় ডাকতে
নিথয় হয়ে দাড়িয়ে আছি –
নীলাকাশের নীল সমুদ্র জলে
পারিনি কো তখনো বুঝতে
তুমি সময়ের প্রতীক্ষায়।
সুন্দর আর কুৎসিত মাঝখানে
বিপলব সুন্দরের বান
মানবের মহৎ কল্যাণে শুভশক্তি
সময়ের উত্থান মহাজয় গান।
হিমু রাজের সব দস্যু ছেলেরা
মক্ষিরানীর দল কিনে নিল -
দূর শালা পস্তালাম ভোট দিয়ে
রসাতলে এখন দেশ গেল।

জমি

আমি চাষার ছেলে গো
চাষ করি খাঁটি মাটি -
জীবন জীবিকা খেলায়
উদইয়াস্ত জঠরের জ্বালায়
ধান গম ডাল সব্জিগুলি।

থাবে সব থেকে দুধে ভাতে -

আমার যদিও জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র
নিরন্ন সব পকেতগুলি খালি
রক্ত শোষা লোনা ঘামে ভিজি
দিনরাত চাষ করি মাটি আর
ফলাই সোনার ফসল ধান।

ফতোয়া দিয়েছে মহারাজ
জমি অধিগ্রহণ ফরমান।
ভেঙ্গে যাবে চালা ঘর বাড়ি
জমি হবে নতুন শপিং মল।
বাবু ঘরে টবে ফুটবে ফুল,
শিল্পের বানে দেশবড় হবে
সরকার আর করবে না ভুল
এজমি হবে সাঙ্ঘাই বাজার।

মাটিতে যারা করেনি পদার্পণ
এখন তাঁরাই অল ইন অল।
চাষি ঘর থেকে লুঠে সম্বল
শিল্পের নামে বড় বড় বুলি
এক সময়ের সুখী চাষাদের
কাঁধে সংসার-ভিক্ষার ঝুলি
পোস্টার মেরে হই চই হবে
পকেটে পড়বে নগদ মাল।

সব বিরোধী স্তব্ধ হয়ে যাবে
কৃষক বন্ধু নয়, যেন জঞ্জাল।
তারপর ভোট পাখির ডানায়
সৃষ্টি নতুন বস্তি দেন্দ্রাইত নেশা
ছেলে সব্জির ফেরিয়ালা আর
নারী বেচে পয়সার ভালোবাসা।

আমি কবিতা লিখি

আমি কবিতা লিখি মহাকালের অপেক্ষায়
কাব্য লিপি যথন হবে মুক্ত দখিনা বাতাস
রাষ্ট্র আর আর্থিক শোষণ মুক্ত উত্তরকাল
সাহিত্য শিল্পের জন্য নির্মল নীল আকাশ।
এখন এ নিয়ে চিন্তা করিনা।
দ্বাবিংশ কিম্বা ত্রয়োবিংশ কিম্বা আরো পরে
নিশ্চিত থাকবো না আমি সেই দিনগুলিতে
কেউ জানে না কি চিনবে না ঠকে যাব না
এই কবিতা পড়বে লোকে অলিতে গলিতে।
এখন এ নিয়ে চিন্তা করিনা।
রাজ প্রশংসা সার্টিফিকেট কভু সাহিত্য না
মানব মনের এক রাশি চিন্তা ভাবনা বিশ্বময়
যদি থাকে লেখা মরমীয়া বন্ধু হৃদি আঙিনায়
সাহিত্য চর্চায় আসবে পাঠক সসাগরা ধরায়
দ্বাবিংশ কি ত্রয়বিংশ চিন্তা করিনা।

রাঙ্গা বিতান

কাগজ কালি ফুরিয়ে যায় দুখলিপি লিখে
অগত্যা রাতে পেঁচা হয়ে মৃত্যু উপত্যকায়
খুঁজে ফিরি বাঁচার মত রক্তভেজা শিকার,
মাথায় এখনো আছে স্বপ্ন নীলাকাশ চাঁদ।

আবছা আঁধার আলোয় জোনাকিরা হাসে
প্রভাতে শীতল সমীর নির্মল তরুন উষায়
আলতি পাথি বক পানকৌড়ি মধু বেলায়।
মথ ফরিং পিপীলিকার মত আগুন নেশায়।

খুঁজে ফিরি কোমল তনু নবনী নিন্দিত প্রেম
খুদ থালা, স্বগের লোভ কামিনী জননী আর
অপত্যের মায়া মোহ সুথ গান পাণ্ডুলিপি
স্বপ্ন স্মৃতির রাঙ্গা বিতান কটেজে ফুলশয্য।

তার পর একদিন ধীরে ধীরে বন্ধ হয় দরজা
ফুরিয়ে আসে জীবনের সব হাসি কলতান
আয়ু পথের রক্তাক্ত সব সিঁড়ি অতিক্রম হয়
বন্ধ হয়ে যায় শুধু দখিনের খোলা জানালা।

অত্যাচারী অত্যাচারিত সকলেই মরে যায়
বাকিটুকু থাকে কিছুদিন স্মৃতি বা ইতিহাস।
যশ মান ক্ষমতার ধাপে ধাপে পাপময় –
মানুষের পশ্যাধম প্রয়াসে কীর্তি শোভা পায়।

পরকীয়া

পরকীয়ার সুর খুব চড়া হয়
ঠিক যেন ঘাটশিলার পচাই
ভীষণ মাদকতা মহুয়া নেশা
রেত ভাঙ্গা রাতের আঁধারে।

চাঁদের পাশে তারা সঙ্গী হয়
জোনাক কান্না নিছক নিঃসঙ্গ
জীবনে নাভিমূলে পদ্ম হবার
প্রতিশ্রুতি কেন পরে প্রতারণা ?

কে কাকে ঠকায় - বলতে পারো ?
জীবনের সব টুকুই কি শূন্য ময় ?
ঝিনুক হয়ে পাঁকে পচতে পারো
আমি পাঁকে জন্মেই হব পঙ্কজ।

কিম্বা ওই ঝিনুকের ভেতর মুক্তো
একদিন মৃত্যু এসে কেড়ে নেবে
সব আস্ফালন, প্রেম আর প্রাণ
দেখো স্বীয়া পরকীয়া সব স্বপন।

রক্ত ভেজা ভুবন আজ

রক্তে ভেজা ভুবন আজ
রি রি করে জ্বলছে গা
বিপন্ন নিলাজ মনুষ্যত্ব
শিউলি শরীর ধোঁয়াশা।

কোথায় উদার আকাশ
কাজল কালো নয়নে
কাঁকন ভরা মমতা হাতে
শীতল বুক শান্তি দর্শনে ?

সুজলা সুফলা দেশ আজ
মিয়াঁ পুরুতের তু রূপ তাস,
বাপ দাদার ভিটে রক্ত ভাসে
বুকের ভেতর হা হুতাশ।

আজকে ভয়ে ঘবর মাঝে
ইদুর হয়ে আর লুকোব না
ভালোবাসার দেশের জন্য
কোন অন্যায় আর মানবনা।

ঈশান কোণে বাজে বাঁশি -
এই মরণ বীণ শুনে থামব না,
গণ অধিকার হত্যাকারীদের
কখনোই ক্ষমা আর করব না।

সময়ের হলাহল

সময়ের হলাহল বিমিশ্রিত
এদেহ আকাশ নীল।
পেঁচার মত ক্লেদাক্ত মাটি -
আঁকড়ে বসে থাকি শব ভুক
পচা নর্দমার জল সোম রস।

বুদ্ধি বিবেক মানবতা যেন এক
সিন্ধু সভ্যতার আমলের ফসিল
অদ্ভুত কদাকার মনুষ্যত্বের –
যুগ ভ্রান্তি বিপর্যয়ে মাথা বাচে।

পিপীলিকা চক্রপথে মহা মিছিলে
শীতের মাঘ সন্ধ্যায় যুবা গন্ধ মুছে
তরুনী নাতনীর আদর মেখে হাসি।

নতুন সঙ্কেত আসে অনন্ত শমন
আগু পিছু যাব সব, এই বিশ্ববাসি
তবে কেন এই অধপতন সবার।
মন্দির মসজিদ গির্জা সব মিথ্যে -
দেখিনি কেউ মুখ মহান খোদার
মানবের মহান গুণে সব অমৃত
বৈতরণী নদী কিম্বা হ্রদ কাওসার।

চোখের জলে

চোখের জলে পথ টি ধুয়ে
রাখব আমি ফুল বিছিয়ে,
প্রাণ প্রেয়সী রাধা রাণী
আসুক ঘরে সে পথ দিয়ে।

সুন্দরবনের গ্রামের ছেলে
ভালোবাসি তোমায় সেধে
সকল খেলা সাঙ্গ হলে -
জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে।

লাজ ভঞ্জন

বুকের মাঝে বিষম জ্বালা
গভীর ব্যথায় ছেলে খেলা
নীল আকাশ লাখ তারায়
প্রজাপতির রঙিন ডানায়
বুলবুলি সব হাংলা হুলো।

এমন সময় শাওন ধারায়
মিত্তির পাড়ার মেয়েগুলো
লজ্জা নিয়ে বলতে গিয়ে
হোঁচট খেল ভালো বাসা
মরি মরি হাত কচলিয়ে।

অবাক চোখে ছাদ থেকে
দেখে নিল সুন্দরী মেয়ে
পাড়ায় তখন রাস্তা ঘাটে
চলল সবাই গুজব রটিয়ে

ফুরিয়ে গেলো মধুবেলি
লবন ঘামে জাব জেবিয়ে
সাঙ্গ হল এ সাধ মধুকলি
এবার চলি নিলাজ হয়ে।
লাজ ভঞ্জন আম্রু তাঞ্জন
মেখে চলি দখিনা বায।
কাহ্নাইয়ের লজ্জা রঞ্জন
অষট চন্দন সারাগায়।

শিব-সন্দেশ আলিফ লাম লাম হে

শিব বাবা আপনি পরম বৈষ্ণব ।
শুনেছি আপনি পঞ্চমুখে হরি নাম করেন। আপনি দজ্জাল বউ আর বেয়াড়া ছেলে মেয়ে নিয়ে কি করে টিকে আছেন? আপনাকে লোকে বলেন ভূতেশ্বর আর মহা মৃত্যুঞ্জয়। সকল প্রাণীকে আপনি ভালোবাসেন। আপনার বউ কালকে নবমীতে মাংস খাবেন। আপনি একজন জামাইকে দুই মেয়ে দান করেছেন ? মেযেগুলি কোন বিশ্ব বিদ্যালয়ে লেখা পড়া করেনি তবু আপনি কিভাবে ভগবান মহাবিষ্ণু কে ঘুষ দিয়ে একজন কে সম্পদের দেবী আর একজনকে বিদ্যার দেবী সাজলেন বলুন তো ? বাবা আর একটা মনে প্রশ্ন, আপনি কী যবন জাতির ঘরের ছেলে ? না জ্যবন জাতির ঘরের ছেলে ? অভারতীয় বিধর্মী যবন আর ভারতীয় বিধর্মী জ্যবন সেটা আপনি জানেন তো? আমার বেআক্কেলে এক অধ্যাপক বন্ধু আছে। কাক তারুয়া পণ্ডিত। পাচি মাসি কলেজের প্রফেসর। সে বহু ধর্ম জাত পাত নিয়ে বই লেখে। সে আমাকে বলেছে - শিব বাবা আরবের এক সম্প্রদায় প্রধান। যারা পুতুল পূজা হতে আল্লাহ পূজার (ইবাদত) মধ্যবর্তী যুগের সংকট কালে ছিলেন। পীর বা ধর্ম গুরু হিসাবে শিব বাবা পরমেশ্বরের ভক্ত। তাঁর হাতে যে ত্রিশূল সেটা আসলে - আলিফ লাম লাম হে - একত্রে আল্লাহ মহান ঈশ্বর। মহান প্রতি পালক। আমার বন্ধু সুন্দরবনের ঝাড়াই মসলা। সেই কাক তারুয়া পণ্ডিত দাবি করে যে বিষ্ণু আর বিসমিল্লায় কোন প্রভেদ নাই। শিব বাবা আপনি ৪৯৮ ধারায় ফাঁসলে কাকতাড়ুয়াকে বলবেন, বড় বড় উকিল দিয়ে আপনাকে বাঁচাবে।

বরাভয়

হিন্দুরা ভীষণ প্রাচীন, এঁদের দেব-দেবীও অসহায়। কালিকার হাতে খড়গ, দুর্গার হাতে বল্লম - তীর ধনুক, কার্তিকের হাতে তীর ধনুক এসব নিয়ে আদিবাসী-আরণ্যক স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া আর ভাই ভাইকে শাসানোর কাজ হতে পারে। আধুনিক যুদ্ধ অনেক বড় ব্যপার । কামান বন্দুক, অ্যাটম বম্ব, মিসাইল, প্লেন, হাইফাই ব্যপার। এ দিকে ভারতের পুলিশ রা যেভাবে ব্রহ্মবান নিক্ষেপ করে ছাত্র হত্যা করছেন কিম্বা ব্যবসায়ী মারছেন - তাতে ভয় করছে এই যে মা দুর্গার ছেলে মেয়েরা নিরাপদে মর্তে পূজা পেয়ে স্বর্গে ফিরবে কিনা ? এখানে মানুষ ইঁদুর, ময়ুর, সাপ ও খায়। কোন দিন শুনবো বাঘ সিংহ কেও মানুষ খেয়ে ফেলছে। সাবধানে থাকুক মা দুর্গার আর তাঁর ছেলে মেয়ের বাহনগুলি। শিব বাবা সাবধানে থেকো। তোমার সামান্য গাঁজা আর ভাঙ নেশা আছে। তোমার চেয়ে বেশি নেশা খোর মর্ত্যের কিছু লোক। তারা হিরোইন, ব্রাউন সুগার,চরস, আফিম, সর্প বিষ ইত্যাদি নেশা করে। বেশি মিশে যেওনা ওদের সাথে, বিয়াব হুইস্কি ভদকা ইত্যাদি খাইয়ে দেবে। তোমার বাপের নাম ভুলে যাবে শিব বাবা যদি মর্ত্য-মাতালের পাল্লায় পড়। আবার যবন জাতি আছে - ওরা তোমার ষাঁড় কে খেয়ে ফেলবে। খুব সাবধানে তোমার গো-দেবতা রেখো বাবা। তবে যবনরা চুরি করে গোমাংস খায় না। ন্যয্য দাম দেয়। তোমার টাকার দরকার থাকলে যবন খদ্দের কে গরু বেচে দিও, ভালো দাম দেবে। তুমি নিশ্চয় জানো গরু-দেবতার ভক্তরা ভালো দাম পেতে গো খাদক জবনকেই গরু বেচে দেয়। অতঃপর এইই বরাভয় সমাচার দিতে পারি যে, তোমরা তো ভগবানের চাকর বাকর। বিপদে পুড়লে কাক পণ্ডিত মদন বিদ্যালঙ্কারকে খোঁজ করে নিও। সে একেশ্বর বাদী হিন্দু। কাক পণ্ডিত এর কাছে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের স্তব শিখে নিও, অথবা রাধা রাণীকে স্মরণ নিও। কে রাধা রাণী ভুলে গেলে ? - তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা রাধে বৃন্দাবন – ঈশ্বরী। বৃষ ভানু সুতে গৌরী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে। শিব বাবা তুমি গৌরীকে চেন ? না গাঁজা খেয়ে সব ভুলে গেছ ? হর কে চেন ? হর হরি অভিন্ন আত্মা জানো কি ? কৈলাসে কোন বিশ্ব বিদ্যালয় দেবরাজ ইন্দ্র গঠন করেন নাই। লেখাপড়া শেখাও নাই ছেলে মেয়েকে ? শিব বাবা মর্ত্য লোকে ৪৯৮ ধারা আছে বউ পুলিশ জানালে কপাল পুড়ে যায়। তবে তোমার চিন্তা নেই। কাক পণ্ডিত মদন বিদ্যালঙ্কারকে স্মরণ করবে বড় বড় উকিল দিয়ে বাঁচাবে। নাহলে বাধা রাণীর পায়ে পড়ে থাকলে, সুদর্শন চক্র অমোঘ অস্ত্র নিয়ে ভগবান শ্রীমধুসুদন নিশ্চয় রক্ষা করবেন।

কল্পনার স্বর্গসুখ

কল্পলার স্বর্গ সুখ মাখিয়ে দিয়ে
কেন দূরে পুরনো পথে সখী ?
কাওসার হ্রদ-পরী হুরী যেন
ক্ষণিক কল্পনায় সব শুধু তুমি
কোন আদিম হিংসায় অহঙ্কার
বুকে নিয়ে চলে গেলে পুরাতনে
সুখে দুঃখে কি মায়াম ছলনায় ?
রাতের পেঁচার মত ইদুর রুপেতে
নারী আর নারী মাংস লোভী মন।
মায়ায় আচ্ছন্ন, মগজের সব ভাঁজ
অভাব অনতন থুদশালুক কচু ঘেচু
জীবন জীবিকার যন্ত্রণায় জ্বলা মন।
স্মৃতি মরুময়া সংঘাত নয় রোমন্থন
ভালোলাগা মধু স্রোতে মিঠই গান
বুকে স্মৃতি ছবি প্রিয়া নীরব অভিমান।
রামধনু রঙ মেখে সং সেজে বুড়ো
ভাবনার সাগরে ডুবে থাকি অনুক্ষণ
আল্লার গজব জমা মৃত্যুর আহবান।
তুচ্ছ করি প্রেমে কাঁদি প্রমত্ত শ্রাবণ
কিম্বা বসন্তের লাল পলাশের আগুনে
জ্বলে উঠি প্রেমের কল কাঠি ছুঁয়ে -
পামেলা, শিবানী,লাভ্লী, শ্রাবনী আর
রীতা-চম্পার মধুর মধুর বংশী ধ্বনি।
অপূর্ণ জীবনে পূর্ণতার প্রয়াস হাহাকার।
থামতে চাই না ঘর সংসার ভয় থেকেও
জানতে চাই - কেমন আছো ? কি খবর
এটুকু প্রেমের জনার শাশ্বত অধিকার।

মনের ক্যানভাসে শ্রাবণী

মনের মানবী আছে বঙ্গ ললনা
শ্যাম অঙ্গে চারু মূথী অপূর্ব রূপ
হরিণী নয়না মৃগনাভি সম সুরাস
হৃদয় মন্দির মেয়ে তার অধিষ্ঠান
চঞ্চল ধুসর দন্ত দাড়িম্ব বাহার -
রঙ তুলি দিয়ে মনের ক্যানভাসে
সারা জীবন আঁকি শ্রাবণীর ছবি
বসন্তের অনুরাগে বর্ষা ক্রান্ত কবি
শ্যওন মেঘলা দিন ডাঁশানদী তীরে
প্রথম পরিচয় না করে সং শয় কোন
নাম দিলেম শ্রাবণী লাজ নম্র সুরে
বহুদিন বহু কাল বহু দূরে আছি কেন ?
কনক কান্তি অঙ্গ স্পর্শ সুখ ছেড়ে

শ্রাবণী

বরষার গর্জনে তমাল তৃণাসনে
বসন্তের শুভক্ষণে অনন্ত কুসুমাঙ্গনে
মনে পড়ে তনু তব শশিনি শিখিনী শ্যামা
হে শ্রাবণী।
হীরা মোতি পান্না চুনি ততোধিক মুল্য কন্যে
হৃদয় জগতের প্রতি বিন্দু অনুভূতি সুরম্যা
হায় - জীবন তরণী।
ক্ষণিকে ক্ষণিকে কেঁপে ওঠে ঘোর কম্পনে
এ দেহ মন্দির - থাক লাজ থাক সাজ সব
বেসেছি তোমায় ভালো তাতে এতো কলরব।

ভালো বাসা ও পরকীয়া...

(গদ্য অনুবাদ - ইংরাজী কবিতা)

ভালোবাসা ধন সম্পদ চায় না,
পরকীয়া কখনো ভালোবাসা নয়।
লোভ লালসা ইন্দ্রিয় সুখ পরকীয়া
সাচ্চা প্রেম ভালোবাসার সুন্দর মুক্তি।
অনন্ত রহস্যময় ভালোবাসা প্রকাশ্য নয়
চোখের ভাষায় তা সহজেই প্রকাশ পায়,
প্রেমের উপহার কিছু হয়না প্রেমই হয়
শরতের চাঁদ যেন বসন্তের আঙ্গিনায়।

কাল আল্লার বান্দার বান্দা তস্য বান্দা তস্যও বান্দার বান্দার এক নফর আমাকে খোয়াবে দর্শন দিয়ে জানিয়েছেন "যে সকল বাংলা দেশি শুনে মুসলমান (পড়ুন সুন্নী মুসলমান) চাষী শেখ তথা সাবেক বৌদ্ধ পদ্মা রাজ (পৌণ্ড্র দের বৌদ্ধ সমাজ অংশ যা ইসলাম গ্রহন করেছে) আর নস্য শেখ তথা সাবেক হিন্দু কোচ রাজ বংশজ অধুনা রাজবংশী - ভাইরা আমাকে যত্ন করে খাওয়ালে আর সৎসংঘ দিয়ে বাংলা দেশে ২ সপ্তাহ মেহমান এর খাতির করলে পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা অতুল দোয়া বর্ষণ করবেন। বাংলা দেশি দোস্ত বৃন্দের জন্য আমি পরকালে জান্নাত উল ফিরদউস নসিব কবার জন্য আল্লার কাছে দোয়া মঞ্জুর চাইব। ইন্সা আল্লাহ পরম করুনাময় মহান প্রতিপালক, দুনিয়ার বাদশাহ আপনাদের অনেক অনেক দোয়া করুন, সুতরাং বাংলা দেশি ভাইরা আমার খেয়াল খবর রাখবেন। আমি শেখ বাড়ি ছাড়া বাংলা দেশের অন্য কোন বাড়ির মেহমান এই বছর হতে চাই না। আমি খুব খারাপ মেহমান নই ভাই সাহেব। আমি মাঝে মাঝে একটু মিথ্যে বলি। এই যা একটু গল্প হয়। এই টুকু আর কি ? ভালো থাকুন। খোদা হাফেজ।

বঙ্গ ভূমির প্রতি, ১৯৮৭

ফুলের সৌরভ পরাগের ভারে হৃদ কম্পন
নিরন্তর দারিদ্র, বেদনার অশ্রু জল সম্বল
শাপলা শালুক পদ্ম শোভিত ভুবন খরতর
ভাবনার আকাশ হৃদয় অনেক অনেক বড়
মানব জীবন এরই মাঝেই জীবন ধারা বহমান
রবীন্দ্র নজ্রুল হেম মধু শরতের স্বাভিমান।

ও লি গুঞ্জে রাধা কুঞ্জে দেশে নিত্য শ্যাম গান
হায় মানবজমিন, কত দুখ কত সুখ মিলিমিশি
হে মহান প্রতিপালক, ফুলের মতই আমি খুশি
কোকিলের কনসার্ট, মধুর মধুর কলকুজন
ভ্রমরের মধু শাথে মিহি মিহি মধুময় গুঞ্জন
ফার দেওদার শিরিষ দূর্বা ধানের নীরব অভিমান
এ বঙ্গভুমি কাওসার হ্রদ জান্নাতের চেয়ে ভালো -
মানুষে মানুষে যদি না থাকে হিংসা, নিকশ কালো।

রাজছত্র

শাসক তোমার রাঙ্গা চোখ আর
মরণ বুলেট -
পচিয়ে গলিয়ে দেবে তোমাকে
হবে মাথা হেঁট।
যে ক্ষমতায় অন্ধ অত্যাচারী হলে
দিয়েছেন জনগন,
নিরপরাধের শ্মশান - স্বজন কান্না।
ঘনায় তোমার পতন।
কিসের অহঙ্কার কর মাগো এখন
সেদিন করেছো মুষ্টিভিক্ষা
দিনের বদলে মাসুল দিতে হবে
যদি না নাও জনদরদ শিক্ষা -
গুলি চালাল পুলিশ আদেশ ছাড়া
সে সমাজ-সরকারের শত্রু
অসৎ ছেলে অসৎ ছেলে
পাপিষট কে শাস্তি সমুচিত হয়
কলার ধরে ঢুকাও জেলে -
ওই জানোয়ার অপদার্থ টাকে -
করোনা ভুল করোনা ভুল করোনা
আড়াল করে এই সত্যটাকে।

দুঃসময়

গহিন স্বার্থের যাদু টোনা চিঁড়ে দেখো
দূরের নীলাকাশ, চাঁদ আর তারাদের -
সকলেই সকলের প্রয়োজনে, সৃষ্টি রহস্য।
নির্দয় পাশবিকতা পূর্ণ মানবের মন যেন
আজ লিবিয়ার নরখাদকদের জঙ্গল।
এই দেশ মাটি নদী মনুজ বনানী শুধায়,
দোয়েল শিস, কোকিল তান, ময়ুরের কেকা
উদ্যানে অরণ্যে কেতকী কদম যুথিকা ফুল
শাপলা শালুক পদ্মতে ভরা সরোবর খাল বিল।
মানুষ নিশ্চয়ই আল্লার মহান সৃষ্টি, ভুবন জয়ী
স্বর্গের বহুবল্লভা অপ্সরী আর জান্নাতী হুরীকে
আমি ঘৃণা করি আর মর্ত্য নারীর প্রেম সুধা চাই।
হাজার বছর ধরে, প্রেম বোতলে বোতলে করে।
খেলেও বুঝি মিটবে না এই মরণ নেশার জ্বালা
মরণের পর ছফুট জমি কিম্বা ভস্মীভুত চিতায়
কেউ কেউ খুঁজে ফেরেন - মর্ত্য মানবীর প্রেম
রণ-বন-প্রেম-অন্নজল উপার্জনে ঢালাও মিথ্যা,
হিংসার নিনাদে কেঁপে ওঠে সব সতী পুত্র গণ
ধুমল মেঘ প্লাবন কুজতিকাময় ধরা বাঁচায় কে ?
লেকড়ের মতো রাজনীতিক, কুম্ভীর কুবের ভাণ্ড
পরিযায়ী প্রেম ...কে বাঁচাবে সনাতন ভারত কে ?
কলুর বলদের মত চলি প্রেমের মাশুল দিয়ে যাই
মেসাই আবিসিনিয়ার শ্বাপদ সৃষ্টির মহাকুতুহলে
রাতে প্রিয়ার জামা ছিড়ে স্বার্থ যাদু টোনায় গোঁসাই।

প্রেমের সুদ ও আসল

জীবন এত ছোট জানলে কাউকেই
ভালো বাসতাম না
সূর্যের আলোর মত অফুরন্ত প্রেম
শত জনমেও সাধ মেটে না।

আশা প্রত্যাশা থেকে যায় যুগ যুগ
পুরুষ জাতির মান হিংস্র হায়না আর -
নারীর হৃদয় নেকড়ের মত অদ্ভুত
প্রেম তাই চঞ্চল -নেয় আসল নেয় মুদ।

নতুন গতি আর নতুন উচ্ছাসে প্রেম
হৃদয় মন্দিরে করে আসা যাওয়া যেন
পরিযায়ী পাখির শীতের দিনে অভিসার
শুধু শমনের কাছে সন্ধি কল্পদ্রুম সবার।

দরদাম

বর্ষা ভেজা কদম গুচ্ছ পরাবো
বঁধুয়ায় ভালোবেসে -
মর্ত্য প্রেম শুধু ক্ষণিকের মায়া
তবু সবটুকু দেব নিঃশেষে।
তারপর শূন্য - মহাশূন্য সব কিছু
চলে যেতে হবে - দূর বহু দূরে
জানিনা মৃত্যুর বড় কি আছে আর
স্বর্গ নরক ত্রিভুবন পরে -
তবু যতদিন আছি এই ধরায় -
ফুটাব প্রেমের কদম-শতদল
দরদাম বিকিকিনি তোমাদের খুশি
আমি লিখি দুখ সুখ প্রেম-অবিরল।

গন্ধ

রাতের ম্লান আলোয় প্রেম মেখে ফিরি
সকালের গনগণে রোদের লোনা ঘামে।
হাজার নক্ষত্র, বুভুক্ষা, রুপ তন্ময়তা
বেচে দেয় মানবতার চামড়ার আস্ত্রাণ।
বাজের ডাকে সুর মিলিয়ে নেই কর্কশ
বিনিময়ে সামানা খগ হতে খগেশ বমন।
পিছলে হিং মেখে গন্ধ শুকেরা গন্ধবাজ
মানুষের মাংস খেতে খুসি মানুষ আজ।

স্বাধীনতা

আমার ক্ষুদের থালায় স্বাধীনতার ঘ্রাণ
মনে হয় সিন্ধু সভ্যতার ফসিল -
বুকের পাঁজর আর মাংসের দুর্বল পেশি
যেন সেই বরফের আবরণ যা সম্মান বঞ্চিত
হাজার হাজার বছর ধরে জমা জীবাশ্মের।

এক মুঠ খুদ দিয়ে কিনেছ আম-জনতা,
বেকার কৃষক মজুর মরেছে আর ভরেছে
ললিত- নীরব শাহজাদাদের সোনার থালা।
জাত পাভ উচ্চ নিম্ন ভেদাভেদ অকথিত
পবিত্র গঙ্গা যমুনা ভাগীরথী কাবে রির -
পুণ্য বারি হাজার কোটী গ্যালন থাকতেও
নষ্ট মেয়ে তৈরির কারখানায় রাজপুত্র মগ্ন।

পাহাড় নদী অরণ্য বিশাল কৃষি ক্ষেত থাকতে
কালা হাণ্ডী আমলা শোল তে মানুষ মরে -
তবুও আমি সগর্বে বলি জয় হিন্দ বন্দেমাতরম
রক্তে রাঙানো স্বাধীনতা তো জাতীয় অহংকার
এ স্বাধীনতা তোমার আমার ভারতের সবাকার।

বস্তা পচা নীতি ত্যাগ করে চল খুঁজি স্বাধীনতা
আর্থিক সামাজিক রাজনৈতিক স্বনির্ভরতাকে
পুবে পশ্চিমে উঠুক নতুন নক্ষত্র চাঁদ সূর্য -
খগেণ-বিপিন-কাশেম হাত মিলিয়ে চলুক ঐ
দুস্তর পারাবার চড়াই উতরাই গিরি সিন্ধু মরু
নতুন ভারত-উদয় হবে - বিশ্ব জয়ী হবেই হবে
তোমার আমার স্বাধীনতা হাতে কলমে ফলবে।

মাধবী কুঞ্জ...

চৈত্রের মাধবী কুঞ্জে কেঁদে ওঠে
না বলা যন্ত্রণা ভাসা, ভারক্রান্ত মন।
কোঠর পেঁচার মত কর্কশ কান্নায়
ভেঙ্গে পড়ে মুক্তোর সন্ধানী ঝিনুক।
অথবা, পচা শামুকে পা কাটা হৃদয়
জীবনে অগাধ ভালোবাসা নারীদেহ,
বসন্ত বিলাপ হয়ে যায় কখনো তা হয়
শ্রাবন ভাদর ক্লান্ত বর্ষা প্যাচপ্যাচে ম্যাচ।
খেলতে খেলতে ক্লান্ত তৃষিত বুক খুঁজে
এক চিলতে ভালোবাসা, তৃষিত বুক শান্তি,
বুকের গভীরে কালো বউ হয়ে যায় শ্রেষ্ঠ।
কালো মেয়ের শরীর চণ্ডীর চেয়ে পবিত্র
পৃথিবীর সব রূপ জীবীর মুখোশ খসে যায়।
পলাশের গন্ধে মহুয়ার নেশায় নতুন ভুবন
উর্বশীর শরীরী ভাষা, অপেক্ষা সেবা চাই,
কালো মেয়ের বুকের গভীর ভালোবাসায়
কালো-আহা সেতো জগতের চাঁদনী আলো।
করাল বদণী শ্যামা জগত-বল্লভ কৃষ্ণ কালো
ঝাম্পা হয়না শ্যামাঙ্গির প্রতি লোভের দৃষ্টি –
ঘরে ফিরেছি প্রিয়ে - বুঝিনি রুপজ মোহেতে।
মানুষের কত হয়রান, কত নিছক নকল রুপ
পৃথিবীতে সবাই ভগবানের সুন্দর সৃষ্টি- কমল,
শিকষা সততা সুন্দর মন, ব্যবহার মূল পরিচয়
আজ মুক্তর সন্ধানে কাঁদে এই ঝিনুক হৃদয় -
তুমি দয়া করে আর ফিরিয় না শ্রাবন ভাদর।
ফিরে যে আসে ভুল ভেঙ্গে ফেরাবে কেন তায় ?

সুখ চুমুক

শ্রাবণ অপরাহ্ন

একাকী মনের গভীর কলপনার ক্যানভাসে
নীরব উপস্থিতি নিয়ে এক অপলক নয়ন,
নির্জন দুপুরের দাব্দাহ আর খুদের থালায়
লক-লকিয়ে ওঠে সেই শরীরে কমলাগন্ধ।
থর-থরিয়ে ওঠে ভূধর মোচড় দেয় হৃদয়
চারদিকে বেকারত্বের জ্বালা - তপ্ত হৃদয়।
কল্পনার আকাশে চাঁদের গাভীর দুধ চা -
সুখ চুমুক দিতে দিতে শির শিরিয়ে ওঠে গা।
প্রেমকাঁচা রোদে গা ভিজিয়ে ঝলমল করে
মনুষ্যাকার প্রাণীর রোমশ চামড়ার রঙ -
হাজার পরকীয়, সুরা সাকি ভালবাসার নাটক -
সব কিছুতেই কমলাগন্ধ আর সফেদ রেতের
অনবদ্য পাগলামি-খিলখিল করে বিদ্রুপ হাসে
যমুনার রাই আর শ্যাম, নাগর কুলীন, ত্রিভঙ্গ।
জুই কেতকী কদম শেফালির গন্ধ ফিকে হয়
শাপলা শালুক খেসুরে ভরা পৃথিবী নব যুবতী
ময়ুর নাচে, হংস-হংসী, কাক-বক সুখী হয়।
ভালো বাসা এর ফাঁক বুঝে অভাবের জানালায়
এই নদী মাঠ ঘাট অরণ্য সবুজ বনানী গিরিসিন্ধু
সব থাকে - থাকেনা কাছে সেই কাঁচা প্রেম রোদ।
তার পর একদিন বুনো পেঁচার মত পঞ্চমীর চাঁদ
দেখতে না পেয়ে ছাদ বা টালি,খড় ঘরে বিদায়
এতো জেনেও - নতুন উন্মাদনা, ভালো বাসায়।

বন্ধু অনু কবিতা

আহা, রুপ ধুয়ে খায়না
চুল বিছিয়ে শোয়না ।
গুণের চাদর জড়িয়ে থাকে
বিপদে পড়লে পাশে থাকে।
সাহায্যের হাত দেয় বাড়িয়ে
আহা দুঃখে দর বিগলিত সুজন
লড়ছে কাঁধে কাঁধ হাত মিলিয়ে।
দুঃখের শিশির স্পর্শে বুঝ তখন
চলছো যার সাথে সে বন্ধু স্বজন।

নিজের ঘরে নিভিয়ে বাতি গদ্যময় সময়

নিজের ঘরে নিভিয়ে বাতি টুকরো হওয়া মনে খুঁজি
আঁকড়ে ধরা হাত, প্রেরণার নীলিমা চোখে সূর্য -
তপ্ত হৃদয়ে পেতে চাই স্পর্শ, প্রাণের ক্ষণিক আরাম।
মনের ক্যান ভাসে আবছা মূরতি নিয়ে নতুন অধ্যায়
ভালোবাসা আর মনের মানুষের কল্পনার আকাশ।
আধো রাতে ঘুম ভেঙে দেখি মনের নীল ধ্রুবতারা
এক ফালি চাঁদের মুরারিতে দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছে।
মনের সীমান্ত থেকে সে শত শত যোজন মাইল দূরে
ঘাড় উঁচু করে সেই ভুবন মোহন প্রেম দেখে লজ্জা পায়।
অবশেষে বংশ রক্ষা আর সৃষ্টির আদিমতায় বিবাহ করি
অপলক নয়নে নির্জন সময়ে স্মৃতির রোমন্থন করি -
পাশের বাড়ি কিম্বা পথ চারিণীসাথে মিলিয়ে দেখি অতীত
আহা কেউ দেখেনি তো - আমরা সমাজের ভদ্রলোক।

নয়নে তব

আকাশ রূপ নয়নে তব
জমুক প্রেম মেঘ হযে -
অনবরত টাপুর টুপুর বৃষ্টি
তনু ওষ্ঠ নিতম্ব চিবুক ছুঁয়ে।

লজ্জা ছাড়ো সৃষ্টি ছাড়া রাতে
মহামায়ার মত শিল্প কুশল হও।
পুরুষ প্রকৃতি ঘটাক নবপ্রজন্ম
জীবন নদী হোক স্রোত কলকল।

তারপর একদিন মোহনায় যাব -
শেষ হবে সব কিছু, অবিনশ্বর নই।
গোলাপ রজনী গন্ধা মাখা প্রেম গাথা
শত শত জনমে অপূর্ণ সাধ থাকবেই।

নয়ন তারা

আকাশে লাখ লাখ তারার ভিতর
খুঁজি আমার নয়ন তারা -
সেই আলোর ভিতর দিয়ে চাঁদ চাই,
জীব তারা খসে যেতে দেবনা দেবনা।

বলব খুলে মনের কথা, শত জন্মের –
সকল চাওয়া সকল পাওয়া জমানো
সব ব্যথা -হাজার হাজার স্মৃতি কবিতা।
চাঁদের আলো একটু পেলে - নয়নতারা।
হয়ে যাও উচ্চাকাঙ্খী কিম্বা স্বপ্নমদির।
কিন্তু আমি তোমার চাঁদ পারা মুখ –
ছেড়ে চাইনা কোন স্বর্গ-অপ্সরা-পরী।

জগতের লোক খুব বোকা ভাবছে বটে,
তবু ইচ্ছে করে তোমার সাথে সুখে দুখে –
সারা জীবন ধরে কালা বোবা বোকা সাজি।
তারপর কাজল আঁখি ছুঁয়ে মন-প্রজাপতি
মেলুক রামধনুর সাত রঙের রঙিন ডানা।
শত জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখে মাযার সংসারে
নয়নে নয়ন - ঠোঁটে ঠোঁট প্রেমের ঠিকানা।

চোখের জল মুক্তা আমার

চোখের জল মুক্তা আমার
ভালোবাসার সাগর
কাঁদতে আমি জন্মেছিলাম
হাজার লক্ষ বছর
কি হয়েছে ? কপাল পোড়া ?
কাঁদিস কেন বল ?
ধন সম্পদ, মান যশ প্রেম
কত দিনের সম্বল ?
কাঁদব যখন হাসব আবার
হাসি-কান্নাময় ভুবন
প্রেম-প্রিয়া - সন্তান স্বজন
মায়া মরীচিকার জীবন
হেসে খেলে সৎ কাজে দাও
তনু দেহ মন - মনন।
শান্তি পূর্ণ মেঘ মন্দ্র আরাম
প্রিয়ারে চুম্বি সুখে, সন্তান সুখে
ভজ রাই - আল্লাহ জগন্নাথ
যে নামেই ডাক তারে সৃষ্টিকর্তা
সত্যই আছে স্বর্গ তথা জান্নাত
শমন আসবে শ্যামের মত
হৃদি বৃন্দাবন শরীর মন ছুঁয়ে
নিত্য সেব রাই কৃষ্ণ জগন্নাথ
কর্মকর্তব্য অবসর গুছিয়ে।

মাতলা

রুপবতী কুলখাগী পরাণ প্রেয়সী
আঁকা বাঁকা জল তরঙ্গ বালুচর
মাঝে অনন্ত যৌবনা উর্বশী মন মাতানি
আপন মনে নেচে গেয়ে ভেসে চলে
সুন্দরী, মনের মানুষ রায় মঙ্গলের কাছে।

হাওয়ায় উড়ছে সবুজ আঁচল দুদিকেই
আকাশে মেঘের হাত ছানি তারার হাসি
খুসিতে মাতাল মেযেৰ খল খল ছলছল
নিজের খেয়ালে উর্বশী চলে কলকল -
যাচ্ছে তাই গরবিনী - সংসারে মন নেই।

আয়লা-লায়লা হারিকেনে নাচে ধেই ধেই
ঘর ছাড়া বন হংস ঢেউয়ের রূপে জঙ্গলে
দল বেঁধে জটলা চরম আফিম প্রেম্নেশা।
তবু শত ঘর ভাঙ্গানি গ্রাম ডুবানই রূপসী
মাতলা আমার বাল্য প্রেমের অদ্ভুত নেশা।

অসুখ

আহা' কত ঝগড়া করেছি -
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে,
ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুন-হুতাশন সহ
কত দেব দেবী দত্যি-দানোর সাথে।
এমন কি স্বয়ং মহান আল্লার দ্বৈরথে
মানুষ আর মানুষ রূপী প্রাণীর সাথে।

এই ঝগড়া করতে করতে আমি ক্লান্ত-
হাজার হাজার বছর ধরে ভাঙ্গেনি সেই
ক্লান্তির মহা অমানিশার কুম্ভকর্ণ নিদ্রা।
একটু শান্তি চাই -মানুষে মানুষে শানিত
অস্ত্রঝনঝনা থেকে মুক্ত একটু সুখনিদ্রা
দেহেমনে রক্তেরক্তে তৃপ্তি সুধামাখা নিদ্রা।

সৃষ্টির মূলেই বুঝি গলদ; লুপ্ত হয়নি ঝগড়া
মানুষে মানুষে দুরত্ব অর্থ যশ ধর্ম অহঙ্কার
এ কেমন অমানবিক আজন্ম বৈরিতার
ত্রিলোক জুড়ে রমরমা আধুনিক কুসংস্কার?

রুপালী, লয়লা,জুলি,নুরজাহান সকলকে -
বলেছি - ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি।.
কেউ ভালো বাসেনি আমাকে মানুষ হিসাবে
হয় ধর্ম,নয় জাতি, টাকা, কুরুপ বাধা হয়েছে।
নশ্বর মানুষ। ক্ষণিকের জীব তবু সে অদ্ভুত -
কেউ ভালোবাসে, নাম যশ, কেউ টাকা বংশ
কেউ ভালোবাসে নহুলি যৌবন, কেউ রুপ,
কেউ ক্ষমতার লোভে জানোয়ার হয়ে যায়।

মনুষ্যত্ব কত অসহায়-অদ্ভুত অসহায় হল
নাম যশ টাকা রূপের কলসী ভরা
কুটমলে ?
কেউ ভালোবাসেনি, ভালবাসতে পাবেনা
গো
মানুষ কে মানুষ হিসাবে - এইই মানব
চরিত্র।

অবশেষে প্রজ্ঞার বিষ পান করি পেঁচার
মত
আদুর বাদুর কলা বাদুড় শ্যামলা
বাদুড়ের মত,
খেয়া দেই নদীর বুকে পান্সি নিয়ে
মানবতায়
আয় আয় চামচিকের মত আমার কাব্য-
খেয়ায়।

নয়ন ভরা জল ...

অতীত বর্তমান ভাবতে ভাবতে
নয়নে এলো জল।
মনকে জিজ্ঞেস করি তুই কেন
কাঁদিস? খুলে বল -
মন কয় তুই লক্ষী ছাড়া হতচ্ছাড়া
বিধাতার মস্তু বিস্ময় সৃষ্টি
সর্বদা তোর পিছে আছে লেগে
শনি দেবতার কু দৃষ্টি।
বিবেক বলে তাইই তো—ঠিক
ঠিক বলছ ঠিক বলেছে সোনা।
তবু ওই চোখের জলে বানাব মুক্তা
হীরা জহরত সোনা রুপা চুনি পান্না।
সবার আপন করে, দুখেই সুখী হব
অমুল্য সৃষ্টি করে হারাবো বিধাতা,
মানুষের সাথে পাশে থাকব চিরকাল
অমর হবে আমার এই কাব্য কবিতা।
দেখো এ নিছক মদিরা-কল্পনা নয় -
শুধুই একটু পাশে থেকো সাথে থেকো
বিজয় মাল্য পাবই পাবো, নিশ্চয়।

বস্তা পচা

নারী বাল্যে পিতার অধীন। যৌবনে স্বামীর অধীন, বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। সব স্তরেই নারী কারো সঙ্গে সুগভীর হৃদয় দিয়ে প্রেম সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন শুধু মাত্র গৃহ-কর্তার সম্মতি নিয়েই । অন্যথায় তা সমাজের চোখে পরকীয়া আর খুব নিন্দনীয় অপরাধ। এই অসভ্যতা যুগ যুগ ধবে হিন্দু পুরোহিত তন্ত্র চালিয়েছে। পৃথিবীতে সবচেয়ে জঘন্য যত অপরাধ হয় তার সব কিছুই পুরোহিত তন্ত্র নারীর উপর করেছে। কিন্তু এখন বিশেষ রাজনীতিক দল এই বস্তা পচা পুরুততন্ত্র আর একটি বিশেষ রাজনীতিক দল মোল্লাতন্ত্র কায়েম করছে। গ্রামে গঞ্জে শহরে সর্বত্র এখন হয় পুরুত মোড়ল না হয় মিয়াঁ মোড়ল। বলছি দাদা আমরাও মানুষ। আমরাও ভদ্র লোক। মিয়াঁ তোষণ আর পুরুত তোষণ কবে বন্ধ হবে ? নিশ্বাস নিতে পারছি না। গা ঘিন ঘিন করছে। দেশ থেকে গণতন্ত্র বিদায় নিয়েছে। মানুষ ৭-৮ দিন না খেয়ে মরছে, নারী নিযাতন শিশু নির্যাতন অবাধ চলছে। বেকারত্ব নিয়ে ছিনিমিনি চলছে। সত্যি বলছি ভাবত দেশের মানুষ নাগরিক পরিচয় বিদেশে দিতে গা ঘিন ঘিন করছে। উপায় নেই তাই সব অত্যাচার মুখ বুঝে
সহ্য করি।

মিস্ করি

আমি তোমাকে মিস করি
প্রতি সেকেন্ড প্রতি মিনিট, চব্বিশ ঘণ্টা ধরে
দিনের পর দিন, মাস,বছর বছর অনন্ত কাল।
বিপুলা পৃথিবী জল বায়ু আকাশ নদী, পশু
আর পাখিদের যাযাবরী কুজনের মাঝে গ্রাম
শহর, মহানগরীর মানুষের ভিড়ে -
এই মানব সাগরে আবহমান কাল ধরে
আমি তোমায় মিস করি।
আমি মিস করি।
দারিদ্রে খুদের গন্ধে, বাঁশ বাগানের চাঁদনিতে
গোবর নিকানো উঠোনে, টিন, টালি খড় চালে
আলিশন বিল্ডিঙযে এ সি রুমে ফ্লাট, বস্তিতে।
জীবিকার গনগনে আগুনে, লেগ পুলিং মাঝে
অভাব অভিযোগ, বিলাসিতার, বিকট সাজে
পাপ পুণ্য বোধের অভিনব উৎসাহ লজ্জায়,
আমি তোমাকে মিস করি।
সমুদ্র নদী খাল বিল পুষ্করিণীর ঘাটে ঘাটে -
বাঙলা ভারত জাপান ইংল্যান্ড রাশিয়াতে।
জীবনের নানা সন্ধিক্ষণে মুম্বাই গুজরাটে
লৌকিক অলৌকিক রোমান্স ঘন অভিসার
কিম্বা কুমারীর রতি সুখ স্বপ্নের বাসর শয্যায় -
আমি তোমাকে মিস করি।
বাল্যের খেলার সাথীর কাছে, বাল থিল্পনায়
কৈশোরের প্রবল আবেগ, রোম্যান্টিক কল্পনায়
যৌবনের উদ্দাম সুখ আশাহত বিন শয্যায়
কল্প বাসর সুখের সুরা সাকী ভাবনার মদিরায়।
বার্ধক্যের নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন বারানসিতে
হয়তো, মিস করব তোমাকে খুব বেশি করে।
মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে,
যম দূতের আহবানে
শ্যাম-রাইয়ের চরণ ধুলি পেতে সং কীর্তনে।
জানিনে বুঝিনে কে তুমি ওগো বাঙালি ললনে -
শ্রাবনে শব শর্বরীতে নীল তলে বিজন গেহেতে
মিস করি কাব্যকথা প্রেম নিদারুণ ক্ষোভেতে।
আমি তোমায় মিস করি।

হৃদ-সাগরে

আমার হৃদ সাগরে শুধুই আছে
রাশি রাশি ঝিনুক পাহাড়,
সন্ধানী জহুরী নিশ্চয় শুধু তুমি -
মুক্ত খুঁজে এনে দিও উপহার।

আকাশের ধ্রুবতারা জানে সব
দিছেও হাজার প্রেম চিত্র-সঙ্কেত
রাজার কুমারী মেয়ে, নিস্পাপ -
অসংখ্য ঝড় ঝঞ্ঝা অশনি নিক্ষেপ।

আমার বুকের ওপর, অগণিত ক্ষত -
দেখনি, প্রখর দীপ্ত নিস্পাপ মুখ নিয়ে
আমি দিন রাত একাকী একাকী চলি
সভ্য সমাজের দূরে লুকিয়ে লুকিয়ে।.

কারো চোখে হয়ে যাই বিরল প্রতিভা
কেউ বলে বেটা টাকার জোরে করে
কেউ বলে ওকে শান্তিতে থাকতে দাও
কাস্তে ছেড়ে বেটা তো ঘাস্ফুলে মরে।

যত পান বিদেশে বড় বড় সম্মান -
ঘরের মাটিতে দিব শুধুএক ঘরে করে।

যত পারুক প্রেম করুক গদ্য পদ্যে
বউ সাথে, বউ ছেড়ে কুমারীর সাথে।

প্রতিভা-উপকার, সমাজের মধ্যে -
লাভ নেই কিছু, একালে, পান মরনেতে
তুমি দুঃখ পাও প্রিয়া অবুজ সবুজ নেশা
আমি খুশি, খুব খুশি এই স্বর্গ আর মর্তে -
খারাপ আমি, নিস্পাপ লেখা-ভালোবাসা
জগতের হিতে করেছি রচনা, নাই প্রত্যাশা
হাসি মুখে নিস দর দাম দেয়া নিজ ব্যাপার
শুধু জেনো মানুষ মরণ শীল, সব প্রণীসম
নেই কারো কিছুই চিরস্থায়ী অহঙ্কার করার
মান-যশ-প্রেম-সন্তান ক্ষণিক মায়া সবার।

মনে হয় পৃথিবী এক অপ্সরী নারী

মনে হয় এ মহা পৃথিবী যেন এক -
পরমা সুন্দরী নারী-উর্বশী-অপ্সরী
আমাকে কত কথা বলতে চায়,
বুঝতে পারিলে সে অব্যক্ত ললনে।
কেবল সে অব্যক্ত কথা কর্ণ কুহরে
বেনুবনে পুস্পকুঞ্জ প্রমোদ উদ্যানে।
অগণিত হাসি আনন্দ হরিষ বিষাদে
চাঁদের জোস্নায় মরু প্রান্তর গানে।

ওই গাছ,নদী, খাল-বিল্ল, আকাশ বায়ু
শস্য ক্ষেত্র, করকা, জলদ সব কিছুই
অনেক কথা যেন কানে কানে বলে।
তাদের নীরব ভাষায় - ময়ুর দোয়েল
কোকিল নাচে গায় শিস দেয় সুখেতে
ঝড় বাতাস বালুকনা, স্মৃতি কনা সব
আমার কুঁড়ে ঘরে, খুদের থালায় যেন
স্বপ্ন দেখায় - হিজলের নীল উপলে।
গঙ্গা যমুনা কৃষ্ণা কাবেরী সুবর্ণ রেখা
হাসি কান্নার প্রহর গোনার খেলাচ্ছলে।

এর মাঝে তুমি এক মায়া বালুচর সম
দিবানিশি অশ্রু নীলে নীল যমুনার কুলে
নীপ শাখে, দীপ নেভা, শ্রাবন রাতে।
রামায়ন গানে সীতার চোখের জলে,
লক্ষণের সতেজ কুল মান রক্ষায়,
গান্ধারী সাধ্বীপনা কুন্তির বহুগামিতায়।
অদ্ভুত তুমি শুধু তুমি শয়ন স্বপনে
তুমি আর আমি লীন হই অর্ধ নারীশ্বরে
তারপর সব শেষ কিঅহঙ্কার আছেরে?